দৈনিক সংবাদ

146

তারিখ ... SEP. 22 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩ .....

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা ব্যাংকরণের পাঠ্য বিষয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ

শিবচর, মাদারীপুর থেকে বাংলার প্রভাষক বিকাশ মৃধা লিখিত এবং অত্র চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত একটি পত্রের সূত্র ধরে আমার এই পত্র রচনার প্রয়াস। তিনি বিকল্প শব্দ, সমার্থক শব্দ ও প্রতিশব্দ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমিও প্রায় এক বছর ধরে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি। কিন্তু যথাযথ সমাধান পাইনি। উক্ত পত্র পাঠের পর বাজারে গেলাম আবার বইপত্রের খোঁজে। দু একটি বই পাওয়া গেল নতুন সিলেবাসভিত্তিক। সেগুলোও বিভ্রান্তিতে ভরা। এসব বইয়ে সমার্থক শব্দ ও প্রতিশব্দকে একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে; বিকল্প শব্দকে আলাদা শ্রেণীতে দেখানো হলেও আলোচনায় ও উদাহরণে শেষ পর্যন্ত সবগুলো একাকার হয়ে গেছে। ফলে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হল না। আমি জানি, জনাব বিকাশ মৃধার মতো দেশের অসংখ্য ছাত্র ও শিক্ষক এক চরম বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তাই শেষ পর্যন্ত আমার সামান্য বিদ্যা, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত ধারণার উপর নির্ভর করে সমস্যার উপর কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। আমি আশা করছি, সুধীজন এ বিষয়ের উপর আরো বক্তব্য পেশ করবেন এবং হয়তো আমরা একটা সমাধান পাব।

স্থূলভাবে বিকল্প শব্দ, সমার্থক শব্দ ও প্রতিশব্দ একই শ্রেণীর বলে মনে হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে তাদের আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

বিকল্প শব্দ ঃ কতগুলো শব্দের রূপগত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, অর্থ একই; কেবল গঠনগত সামান্য পার্থক্য আছে। এ শব্দগুলো পরস্পরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সহঅবস্থান করে না। এদের বিকল্প শব্দ বলা হয়। যথা ঃ বৈশিষ্ট্য/বিশিষ্টতা, দৈন্য/দীনতা, কৃপণতা/কার্পণ্য, দারিদ্র্য/দরিদ্রতা, সলজ্জ/লাজুক, নির্লজ্জ/লজ্জাহীন, গাঢ়/প্রগাঢ়, শক্তিমান/শক্তিশালী, বলবান/ বলশালী, নিরন্ন/অন্নহীন, বিবস্ত্র/বস্ত্রহীন, নিষ্পাপ/ পাপহীন, চেতনা/ চৈতন্য, নিঃশব্দ/শব্দহীন, নিঃসঙ্গ/সঙ্গীহীন, নিরাশ/আশাহীন, মেঘাচ্ছন্ন/মেঘাবৃত, ঔজ্জ্বল্য/উজ্জ্বলতা, ভীত/ভয়ার্ত, গতিময়/গতিশীল, চপলতা/চাপল্য ইত্যাদি।

সমার্থক শব্দ ঃ কতগুলো যুগ্ম শব্দের দুটি অংশের প্রত্যেকটি একই বা সম অর্থ প্রকাশ করে। এই শব্দগুলোর রূপগত বা গঠনগত সাদৃশ্য প্রায় থাকে না, থাকলেও তা খুবই কম। এ ধরনের শব্দগুলোকে সমার্থক শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বদ্ধ বা যুগ্ম শব্দের ক্ষেত্রেই সমার্থক শব্দের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ জাতীয় শব্দগুলো সবসময় সহঅবস্থান করে। যথা ঃ লোক-জন, মাথা-মুন্ড, ছেলে-পুলে, ছাই-ভস্ম, ছেলে-ছোকরা, লজ্জা-সরম, জাঁক-জমক, রাজা-রাজড়া, ধর-পাকড়, বলা-কওয়া, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, শক্ত-সমর্থ, কাঙ্গাল-গরিব, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, ব্যবসায়-বাণিজ্য, হাট-বাজার, ভুল-ত্রুটি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জ্বালা-যন্ত্রণা, অনুনয়-বিনয়, জীব-জন্তু, আপদ-বিপদ, জোত-জমা, দয়া-মায়া, কুল-কিনারা, আত্মীয়-স্বজন, বৃষ্টি-বাদল, চালাক-চতুর, হিংসা-দ্বেষ, সুখ-শান্তি, সৈন্য-সামন্ত, সাধু-সজ্জন, ধন-সম্পদ, শান্ত-শিষ্ট, হৃষ্ট-পুষ্ট, জীর্ণ-শীর্ণ, রস-কস, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাকি-বকেয়া, শক্তি-সামর্থ্য, থালা-বাসন, হাড়ি-পাতিল, কাজ-কাম ইত্যাদি। উল্লেখ্য, সহঅবস্থান না করলে এরা হবে প্রতিশব্দ।

প্রতিশব্দ ঃ একটি শব্দের একই অর্থবহ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে। এদের প্রত্যেকটিকে প্রথমোক্ত শব্দের প্রতিশব্দ বলা হয়। এ ধরনের শব্দগুলোর শ্রেণীকরণের জন্য তাদের রূপগত বা গঠনগত সাদৃশ্য অথবা তারা যুগ্ম শব্দের অন্তর্গত কিনা তা বিচার্য নয়। এদের অর্থগত মিলই বিচার্য। যথা ঃ

সূর্য ঃ তপন, ভানু, রবি, দিবাকর, প্রভাকর, অংশুমালী ইত্যাদি।

রাত্রি ঃ রজনী, শর্বরী, নিশা, যামিনী, বিভাবরী ইত্যাদি।

চন্দ্র ঃ চাঁদ, শশধর, শশাঙ্ক, সুধাকর, ইন্দু, শশী ইত্যাদি।

পৃথিবী ঃ ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, মেদিনী, বসুন্ধরা ইত্যাদি।

জনাব বিকাশ মৃধা আরো জানতে চেয়েছেন যে, 'পারিভাষিক শব্দ' বিষয়টি কোথায় পাওয়া যাবে। তার জ্ঞাতার্থে বলছি যে, বাংলা একাডেমি থেকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পারিভাষিক শব্দের উপর বই প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বাংলা অভিধানেও এ বিষয় পাওয়া যাবে। তাছাড়া বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের সরকারি, আধা-সরকারি অফিসসমূহে ঐ বিষয়ের উপর পুস্তিকা পাওয়া যেতে পারে।

এবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সিলেবাসে 'বানান' বিষয়টির উল্লেখ আছে। কিন্তু সেটি কি বাংলা একাডেমি প্রণীত, না টেক্সট বুক প্রকাশিত, না ১৯৪০ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত রীতি অনুসরণীয় তা উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে বোর্ডের স্পষ্ট ঘোষণা জানতে চাই। তাছাড়া নতুন বিষয় সিলেবাসে এসেছে, অথচ বাজারে যথার্থ সহায়ক গ্রন্থ নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট সবাই অত্যন্ত অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। আশা করি শিক্ষাবোর্ডসমূহ এই সমস্যাগুলো সমাধানের যথাযথ আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

তৌহিদ আহমদ
'কিংশুক'
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।